অষ্টম শ্রেণী
বাংলা প্রথম অধ্যায়: অতিথির স্মৃতি

◆ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. বাল্যকালে লেখক প্রথম গ্রামে প্রবেশ করে?

সঠিক উত্তর: ক. সন্ধ্যার পূর্বে

২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. উপাধি পেয়েছেন?

সঠিক উত্তর: খ. কলকাতা

৩. অতিথির স্মৃতি গল্পে কী বোঝায়?

i. কোনো বিশেষ দিনে মনে করা আত্মীয়কে
ii. মানবজীবনে স্মরণীয় অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করা
iii. আবেগভিত্তিক কোনো অতীতের অধিক সময় অনুভবকে

সঠিক উত্তর: ঘ. i, ii ও iii

◆ উদ্দীপকভিত্তিক প্রশ্ন (৪ ও ৫)

৪. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখক যে অনুভূতির কথা বলেছেন তা হলো—

i. পশু-পাখির সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক
ii. পশু-পাখির সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পর্ক
iii. ভালোবাসা দিয়ে পশু-পাখির বিশেষ বোঝাপড়া

সঠিক উত্তর: ঘ. i, ii ও iii

৫. উপরোক্ত অংশে লেখক কোন চিত্রটি প্রকাশ পেয়েছে?

সঠিক উত্তর: খ. প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর বন্ধন ও সহানুভূতি

- **সৃজনশীল প্রশ্ন – ১**

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেশের বাড়ির বাসস্থান কোথায় ছিল?

উত্তর:
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেশের বাড়ি ছিল হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।

খ. লেখকের কিছু স্মৃতির টানে ফিরে যাওয়া কেন ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:
মানুষের জীবনে শৈশব ও অতীতের স্মৃতি গভীর আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। লেখকের ক্ষেত্রেও শৈশবের গ্রাম, প্রকৃতি, মানুষ ও পরিবেশের স্মৃতি তাকে বারবার টেনে নিয়ে যায়। এসব স্মৃতি তার মনে আনন্দ ও বেদনার মিশ্র অনুভূতি সৃষ্টি করে, তাই স্মৃতির টানেই তিনি ফিরে যেতে চান।

গ. গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আবেগঘন সম্পর্ক কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর:
'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখক প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। পশু-পাখি, গাছপালা, নদী—সবকিছুর সঙ্গে তার এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তিনি পশুদের কষ্ট বুঝতে পেরেছেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। এতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আবেগঘন সম্পর্ক সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

ঘ. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে মানবিক মূল্যবোধের প্রকাশ বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:
গল্পটিতে মানবিক মূল্যবোধ অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। লেখক পশু-পাখির প্রতি মমতা, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতির কথা তুলে ধরেছেন। তার চিন্তা ও আচরণে মানবতা, দয়া ও দায়িত্ববোধ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ কারণে গল্পটি পাঠকের মনে গভীর প্রভাব ফেলে।

- **সৃজনশীল প্রশ্ন – ২**

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন ডিগ্রি লাভ করেন?

উত্তর:
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

খ. লেখক দেশের বাড়ি ফিরে এসে যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:
দেশের বাড়ি ফিরে লেখক শৈশবের স্মৃতিতে ডুবে যান। পুরোনো পরিবেশ, প্রকৃতি ও মানুষ তাকে আবেগাপ্লুত করে তোলে। তিনি অতীত ও বর্তমানের পার্থক্য অনুভব করেন এবং স্মৃতির ভারে মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

গ. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে পশু-পাখির প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:
লেখক পশু-পাখিকে নিছক প্রাণী হিসেবে নয়, বরং অনুভূতিসম্পন্ন সত্তা হিসেবে দেখেছেন। তিনি তাদের কষ্ট অনুভব করতে পেরেছেন এবং ভালোবাসা দিয়ে তাদের কাছে টানার চেষ্টা করেছেন। এতে লেখকের মানবিক ও সংবেদনশীল মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ. গল্পটির মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:
'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মূল বক্তব্য হলো—মানুষের জীবনে স্মৃতি ও মানবিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গভীর ও আবেগময়। পশু-পাখি ও পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে আরও মানবিক করে তোলে। এই গল্প আমাদের মানবতা, সহানুভূতি ও স্মৃতির মূল্য শেখায়।